পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমাপ্তকৃত এবং নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ উদ্বোধন করেন

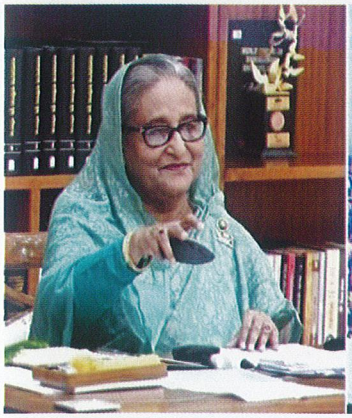

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি প্রকল্প উদ্বোধন করেন

পানিভবনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১৬ অক্টোবর, ২০২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন হতে ভার্চুয়ালি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৮০ টি সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও পুনঃ খননকৃত ৪৩০ টি ছোট নদী,খাল ও জলাশয় শুভ উদ্বোধন এবং নতুন অনুমোদিত ২০ টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন । পানি ভবনের আয়োজিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফরুক, এমপি। পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ, কে, এম এনামুল হক শামীম, এমপি শরীয়তপুরের নড়িয়ার জয় বাংলা এভিন্যু থেকে এ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী এস,এম, শহিদুল ইসলামসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা সমূহের প্রধানগণ ও মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পানির সুষ্ঠু, টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগ নিরাপদ করার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৯৭০ টি ছোট বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুগুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী

শরীয়তপুরের নড়িয়ায় উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীমসহ এলাকার জনগণ

তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ৩১টি জেলা শহরকে নদী ভাঙন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে নদী ড্রেজিংয়ের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য অবকাঠামোর পাশাপাশি ১৬৬৩১ কিলোমিটার বাঁধ এবং ১৫৫১ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলে মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষার নিমিত্তে ৫০৫০ কিলোমিটার ড্রেজিং ও খনন করে জীববৈচিত্রময় গ্রীন ইকোসিস্টেম রক্ষা করা হয়েছে। ১৪০টি সেচধর্মী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬.৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করায় বাৎসরিক প্রায় ১০১১ কোটি মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ উপহার দিয়েছেন। এ পরিকল্পনার ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বর্তমানে ২৬টি কার্যক্রম বাপাউবো সরাসরি/ আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমন্বয়ে হাওর অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের সকল অঞ্চলে প্রকল্পের কাজ চলমান রেখেছে এবং নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যা মৌসুমে ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট আগাম বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। Google Map এ Google Flood Alert Service এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যন্ত বন্যার তৎক্ষণিক তথ্য ও বন্যা পূর্বাভাস সম্বলিত প্লাবন মানচিত্র এবং আগাম সতর্কবার্তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এ অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারিগরি ক্যাটাগরিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১" অর্জন করে।

মহাপরিচালক এস,এম, শহিদুল ইসলাম ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা এঁর দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশালের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

বাপাউবো মহাপরিচালক এস,এম, শহিদুল ইসলাম প্রকল্প পরিদর্শন করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২ অক্টোবর, ২০২৩ এস,এম,শহিদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাপাউবো এবং মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বরিশাল জেলার সদর উপজেলার সদ্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পের আওতাভুক্ত চরকাউয়া, চরমোনাই ও লামচরি এলাকায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গনপ্রবণ স্থান এবং মুলাদি উপজেলার পাতারচর, মুলাদি বন্দর ও তৎসংলগ্ন আড়িয়ালখাঁ নদীর ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল, ডিজাইন সার্কেল-২ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও শাখা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক মুলাদি উপজেলার পাতারচর ও মুলাদি বন্দর এলাকায় আড়িয়ালখাঁ নদীর ভাঙ্গন এবং মরা জয়ন্তী নদীর মরফোলজিক্যাল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় মহাপরিচালক ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও মরা জয়ন্তী নদী পুন:খননের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক পাতারচর নদী ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় অবস্থিত বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এর গ্রামের বাড়ি পরিদর্শন করেন। তাঁরা সদর উপজেলায় চরবাড়িয়া এলাকায় সদ্য সমাপ্তকৃত নদী তীর সংরক্ষণ কাজসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমাপ্ত ও নতুন প্রকল্প ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনের লক্ষ্যে বরিশাল প্রান্তের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

বরিশাল জেলার সদর উপজেলার কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। প্রকল্প এলাকা বরিশাল জেলার সদর উপজেলা । ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কয়েক দফা সময় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার ভাঙ্গনরোধ এবং সরকারি বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বেলতলা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ২৩০ কেভি বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন, বেলতলা ফেরীঘাট এলাকা, ডকইয়ার্ড, বাজার, প্রাথমিক / উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাবে। প্রকল্প এলাকায় ৫.৬৮৭ কিলোমিটার নদীর তীর সংরক্ষণ এবং ৫.৬০ কিলোমিটার কীর্তনখোলা নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হবে। এছাড়া নদী ভাঙ্গন হতে আনুমানিক প্রায় ১১১৩১৫.১১ লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রক্ষা পাবে। জুন/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি ৯৯.০০% ।

বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় চরকাউয়া, চাঁদমারী, জাগুয়া, লামচরি এবং চরমোনাই এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়)। প্রকল্প এলাকা বরিশাল সদর উপজেলার চরকাউয়া, চাঁদমারী, জাগুয়া, লামচরি এবং চরমোনাই। প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৬খ্রিঃ পর্যন্ত। এটি বাস্তবায়ন হলে প্রকল্প এলাকার কৃষিজমি, ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, মুক্তিযোদ্ধা পার্ক, বাজার, মসজিদ, পাকা রাস্তাসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামো কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাবে। বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার নিরাপত্তার সাধন হবে। দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও আনুমানিক ২৮৮৯.০১ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ রক্ষা পাবে। প্রকল্পের কাজ শুরুর প্রারম্ভে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ টাকার প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান এঁর টাঙ্গাইলে চলমান প্রকল্প পরিদর্শন

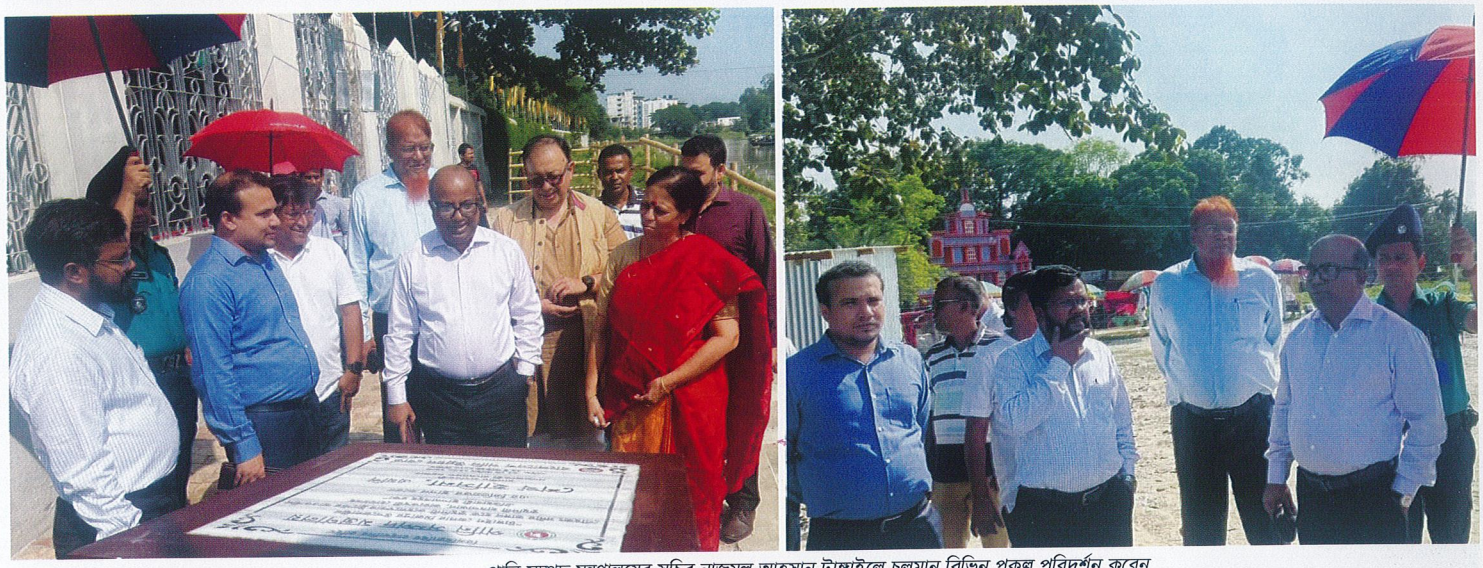

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান টাঙ্গাইলে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২১ অক্টোবর, ২০২৩ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, "টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন লৌহজং নদীর ভাঙ্গন হতে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আওতাধীন কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমসসহ ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাসমূহ রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন ।

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এস,এম, শহিদুল ইসলাম, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল পানি উন্নয়ন সার্কেল, টাঙ্গাইল পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সংশ্লিষ্ট উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী এবং কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় সচিব, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাসমূহের মধ্যে কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস, দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা দুর্গা মন্দির ও নাট মন্দির সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের ভৌত কাজসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা এঁর যশোরের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞাঁ প্রকল্প পরিদর্শন করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২২ অক্টোবর, ২০২৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা "ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)", "কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)", "কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (২য় পর্যায়)" এর অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত এবং চলমান কাজ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি যশোরের ভবদহ অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং এর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে স্থাপনকৃত পাম্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি চলমান বিভিন্ন কাজ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন এবং ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানের ব্যাপারে তৎপর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে মোঃ সফি উদ্দিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পীযুষ কৃষ্ণ কুন্ডু, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল, এ, কে, এম, মমিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর পওর বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উপবিভাগীয় প্রকৌশলী এবং উপসহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

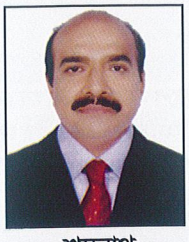

শম্ভুনাথ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক উপপরিচালক সরকার শম্ভুনাথ ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পরলোকগমন করেন। তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অত্যন্ত সফলতার সাথে ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত চাকরি করেন। অবসর গ্রহনের আগে তিনি উপ-পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে Chief Monitoring এর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক পুত্রবধূ এবং এক নাতিসহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

বরিশাল জেলার সদর উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে নদী রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

কীর্তনখোলা নদী ভাঙ্গন রক্ষায় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক এস, এম, শহিদুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৩১ অক্টোবর ২০২৩ পানি ভবনের সভাকক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাকশন বিগ্রেড বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর মধ্যে বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চরকাউয়া, চাঁদমারী, জাগুয়া লামচরি এবং চরমোনাই এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ০১ জুলাই ২০২৩খ্রিঃ হতে ৩০ জুন ২০২৬খ্রিঃ। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রকল্প এলাকার জমি, ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, মুক্তিযোদ্ধা পার্ক বাজার, মসজিদ, পাকা রাস্তাসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামো কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাবে। বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার নিরাপত্তা সাধন হবে। দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আনুমানিক ২৮৮৯.০১ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা পাবে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি ৪০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকৌশলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন এর যুক্তরাজ্য হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় University of Reading এর জিওগ্রাফি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ হতে "Hydro meteorological Drivers and Extended Range Flood Forecasting for the Brahmaputra River Basin in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তার গবেষণা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন University of Reading এর দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপক Professor Hannah Cloke and Professor Elisabeth Stephens।

তিনি পিএইচডি গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি প্রদান করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন । মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে । তিনি ২০০৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে Civil Engineering এ স্নাতক ও ২০১০ সালে জার্মানীর Technical University of Dresden হতে Hydro Science and Engineering এ মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৫ বাপাউবো'তে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি বাপাউবো'র বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সহকারী, উপবিভাগীয় ও নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি পানি বিজ্ঞানের তথ্য (Hydrological Data) প্রসেসিং ও বন্যা পূর্বাভাস সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন এর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

ড. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট হতে "Analysis of the Hydro-morphedynamic Process in Relation with Risk of Sedimentation in Tidal River of South-West Bangladesh" শীর্ষক গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৪ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে "Water Resource Engineering" এ স্নাতক এবং ২০১১ সালে নেদারল্যান্ডের UNESCO-IHE-Institute for Water Education হতে মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৫ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর হতে তিনি নকশা সার্কেল-২, বাপাউবো, ঢাকা'র সহকারী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং নকশা প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার কারণ অনুসন্ধান এবং এর সমাধান নিয়ে পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন করেন। গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য তাকে ডিজাইন সার্কেল-৮, বাপাউবো, ঢাকা'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাত (০৭) টি জেলার পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত আছেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এস, এম, অজিয়র রহমান এঁর বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এস, এম, অজিয়র রহমান বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন ও বৃক্ষরোপণ করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এস, এম, অজিয়র রহমান বাগেরহাটের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। উক্ত সময়ে তিনি সদর উপজেলার বৈটপুর এলাকায় জরুরি রিং ডাইক নির্মাণ কাজ, জাইকার আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নাধীন দড়াটানা (ভৈরব) নদীর ভাঙ্গন হতে বাগেরহাট সদর উপজেলার ১.৪২ কিঃমিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ, গোটাপাড়া ইউনিয়নে চলমান রাস্তা নির্মাণ কাজসহ সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতার সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে চলমান ও প্রস্তাবিত কাজের সাইট পরিদর্শন করেন।

উক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়িত হলে বাগেরহাট সদর উপজেলাধীন ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকাসমূহ নদীভাংগনের হাত থেকে রক্ষা পাবে । তাছাড়া বাস্তবায়নাধীন রিং ডাইক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বাগেরহাট সদর উপজেলাধীন বেমরতা ও গোটাপাড়া ইউনিয়নের সুবিশাল জনপদ উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসের প্লাবন হতে রক্ষা পাবে।

পরিদর্শনকালীন সময়ে তিনি দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে পরবর্তীতে বাগেরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এছাড়াও তিনি সুলতানপুর জনকল্যাণ সংস্থার আয়োজনে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করেন।

এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাগেরহাট প ও র বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মাসুম বিল্লাহ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাগেরহাট এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শরিফুজ্জামান, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ জাহিরুল হক, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর জিএম ফাইনান্স এস,এম, মোজাম্মেল হোসেন, সুলতানপুর জনকল্যাণ সংস্থার সেক্রেটারি মোঃ তহিদুল ইসলাম ফকির, পানি উন্নয়ন বোর্ড বাগেরহাট এর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী কুমার স্বস্তিকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) এঁর যোগদান

এ, কে, এম তাহমিদুল ইসলাম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

প্রকৌশলী এ, কে, এম তাহমিদুল ইসলাম ০৪ অক্টোবর, ২০২৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা ও খুলনা জোনে কর্মরত ছিলেন।

এ, কে, এম তাহমিদুল ইসলাম ১৯৮৯ সালে Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) থেকে প্রথম শ্রেনীতে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি কর্মকালীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিকল্পনা, নকশা, উদ্ভাবন ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন।

এ, কে, এম তাহমিদুল ইসলাম বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩০ বছর চাকরিকালীন অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ইংল্যান্ড, ইতালিসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে বগুড়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন সদস্য।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জোন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম (২০১৩-২০২৩)

শিবেন্দু খাস্তগীর
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো,চট্টগ্রাম।

মৌসুমী ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল তথা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি এই ৫ টি জেলাকে রক্ষার্থে এবং এই সকল অঞ্চলের জানমাল রক্ষা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জোন কাজ করছে। গত ১০ বছরে (২০১৩-২০২৩ পর্যন্ত) বাপাউবো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জোনে ১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয় এবং বর্তমানে (চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছর) ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলমান এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ২০.০০ কিঃমিঃ ফ্লাডওয়াল, ১৫ কি:মি: মোটরেবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ১৩১.০০ কিঃমিঃ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ, ২০৯ কি:মি বাঁধ পুনর্বাসন, ৪০ কি:মি: বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা, ২ টি সেতু নির্মাণ, ৯৫ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণসহ প্রায় ৩৯ টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও ২২ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া সম্পাদিত বাঁধের ২০ কিঃমিঃ এরও অধিক দৈর্ঘ্য জুড়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, বন্যা মুক্তকরণসহ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এলাকায় আবাদী জমি লবণাক্ততা হতে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছে।

বাপাউবোর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জোনের আওতায় ৫টি জেলার মধ্যে ৩টি পাহাড়ি জেলা অবস্থিত, যা হতে হালদা, মাইনী, চেঙ্গী, মাতামুহুরী, সাঙ্গু ইত্যাদি নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এসকল নদীতে ফ্লাশফ্লাড এর দরুণ স্থানে স্থানে তীর ভাংগন হয় যার পূর্বাভাস পাওয়া অনেকটাই দুষ্কর। উপরন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে দুর্গম পরিবেশে কাজের গতি বজায় রাখা অনেকাংশে চ্যালেঞ্জিং। অন্য দিকে কক্সবাজার জেলা ও চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা, বাশঁখালী ইত্যাদি উপকূলীয় এলাকায় প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। এসকল স্থানে কাজের মৌসুম খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সঠিকভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হয়।

মিরেরসরাই সুপার ডাইক

জোনের আওতায় বর্তমানে চলমান প্রকল্প সমূহের সার সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১। প্রকল্পের নাম- চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)
ডিপিপি ব্যয়: ১৬৫৭৪২.৫৩
বাস্তবায়নকাল: (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪)
ডিপিপি কার্যক্রমঃ ল্যাবরেটরি নির্মাণ-১টি, মোটরেবল পেভমেন্ট -২২.৫৪০ কিঃমিঃ, স্লুইস নির্মাণ- ৬টি, খাল পুনঃখনন- ২০.৩৪০ কিঃমিঃ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৯৪২ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৮.৯৪২ কিঃমিঃ, ক্লোজার নির্মাণ- ০.৭৩০ কিঃমিঃ কাজের ক্রম পুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৯০%।

২। প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি শহর ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো নদী ভাঙন হতে সংরক্ষণ
ডিপিপি ব্যয়: ৫৮৬০০.৮৯
বাস্তবায়নকাল: (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫)
ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৮১৫ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১৩৫.৩৮ লক্ষ ঘনমিটার। মার্চ /২০২৩ খ্রিঃ এ ভৌত কার্যক্রম করেছেন।

৩। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১ এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১ বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
ডিপিপি ব্যয়: ৫৭৭৭২৩.৯২
বাস্তবায়নকাল: (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪)
ডিপিপিকার্যক্রমঃ জমিঅধিগ্রহণ- ৩.০২০ হেঃ, সী-ডাইক/নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ১৩.৮০২ কিঃমিঃ (২৩ টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন/নদী ড্রেজিং -১৭.০৯০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধনির্মাণ/ পুনরাকৃতিকরণ - ৬৪.৭৫৯ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/ মেরামত- ৪০ টি (১৫ টি প্যাকেজ), বনায়ন- ৬৭০০০টি চারা রোপণ (১টি প্যাকেজ) কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৯৫%।

৪। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
ডিপিপি ব্যয়: ৩৫৪৮৬.৪৯
বাস্তবায়নকাল: (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৪)
ডিপিপি কার্যক্রম ঃ সাঙ্গু নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (৭টি প্যাকেজ), ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৩৬০ কিঃমিঃ (৭টি প্যাকেজ), সাঙ্গু নদী ড্রেজিং- ২১.৮৩২ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ); ১১৮ লক্ষ ঘনমিটার। কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৭৫%।

৫। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/ জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প
ডিপিপি ব্যয়: ১৬২০৭৩.৫০
বাস্তবায়নকাল: (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪)
ডিপিপি কার্যক্রম ঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ- ২.৭০০ কি:মি:, ফ্লাডওয়াল নির্মাণ- ১৮.৯৬৫কি:মি:, তীর রক্ষা কাজ- ১,০০০ কি:মি:, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ- ২৩টি (৬৯টি পাম্প স্থাপনসহ)। কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ২৬%।

সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নয়ন কাজ, টেকনাফ, কক্সবাজার

৬। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প
ডিপিপি ব্যয়: ১১৫৮৩৬.০০
বাস্তবায়নকাল: (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)
ডিপিপি কার্যক্রম ঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ২.৯৫ কিঃমিঃ, ফ্লাডওয়ালনির্মাণ- ৪.১০কি:মি:, জমি অধিগ্রহণ- ৫৮.৯২৮ হেঃ, খাল পুনঃখনন-৩০.২০ কিঃমিঃ , বাঁধ নির্মাণ- ২৫.৫১ কিঃমিঃ, সেতু নির্মাণ- ১টি, রেগুলেটর নির্মাণ- ২৬টি। কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ১৪%।

৭। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই খালে Multipurpose Hydraulic Elevator DAM নির্মাণ
ডিপিপি ব্যয়: ১৩৩০৩.০০
বাস্তবায়নকাল: (জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৬)
ডিপিপি কার্যক্রম ঃ হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম নির্মাণ (সুপার স্ট্রাকচার ও সাব স্ট্রাকচারসহ)- ১টি, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৪০০ কিঃমিঃ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ- ০.৫১০ কিঃমিঃ, সেচ কাঠামো (আরসিসি সেচ খাল) নির্মাণ- ০.২১০ কিঃমিঃ, নিকাশকাঠামো (ইনলেট) নির্মাণ- ১টি, খালপুনঃখনন- ০.৩০০ কিঃমিঃ, জমি অধিগ্রহণ- ০.৭০০ হেঃ, বনায়ন- ১০০০টি চারা রোপণ। ০৩ টি ভৌত কাজের প্যাকেজের নকশা প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

৮। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
ডিপিপি ব্যয়: ৪৩৫১৮.৪২
বাস্তবায়নকাল : (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪)
কর্ণফুলী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা- ১০.৪৬০ কিঃমিঃ, ইছামতি নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা- ৩.৪৩০ কিঃমিঃ, শিলক খাল ও বিভিন্ন শাখা নদীর উভয় তীরে নদী তীর প্রতিরক্ষা- ৩.৫৫০ কিঃমিঃ, কর্ণফুলী নদী ড্রেজিং- ১০.০০ কিঃমিঃ। কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৭২%।

৯। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডার সমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
ডিপিপি ব্যয় : ৩৬৮৬৬.৭১
বাস্তবায়নকাল : (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫)
ডিপিপি কার্যক্রম ঃ নাফ নদীর ডান তীর বরাবর বাপাউবোর পোল্ডার নং-৬৭, ৬৭/এ, ৬৭/বি এবং ৬৮ এর আওতায় ৬১.৭৩ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন/ পুনঃনির্মাণ, ৩৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ, ৪৮ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মেরামত, ৫১.৭৩ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ, ২ টি ব্রীজ, ১টি কালভার্ট, ৬ টি আউটলেট, ২৫ কি:মি: খাল খনন, ২০ টি বে নির্মাণ। কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৩০%।

বর্নিত প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সমগ্র চট্টগ্রাম জোনে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, নদীভাঙ্গন থেকে সুরক্ষা, বন্যামুক্ত-করণ, লবণাক্ততা দূরীকরণ, চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব হবে, যা জনগণের জানমালরক্ষাসহ বাপাউবোর ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : উপরে বর্ণিত চলমান প্রকল্পসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, SDGs, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ প্রভৃতি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলাকে জলাবদ্ধতা মুক্তরাখা, অত্র জোনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ, মাতার বাড়িতে অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুরক্ষাদানে সুপারডাইক নির্মাণ, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এর সৌন্দর্য বর্ধনসহ উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডারসমূহ শক্তিশালীকরণ করা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম। এছাড়া সাঙ্গু , মাতামুহুরী, হালদা ও কর্ণফুলী নদীর বেসিন ভিত্তিক সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে নতুন প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

পানি ভবনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে "শেখ রাসেল দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে পানি ভবনের নিচ তলায় শেখ রাসেল এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম এমপি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এস,এম, শহিদুল ইসলামসহ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ । এ ছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য সংস্থার প্রধানগণও উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পস্তবক অর্পণশেষে শেখ রাসেল এবং ১৫ই আগস্ট নির্মম হত্যাকান্ডের স্বীকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহধর্মিণীসহ পরিবারবর্গের সদস্যদের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরে এ উপলক্ষে পানি ভবনের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম এমপি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এস, এম, শহিদুল ইসলামসহ মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাপাউবো মহাপরিচালক এস এম শহিদুল ইসলামসহ সকলস্তরের কর্মকর্তাগণ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

১৮ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে শেখ রাসেল ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় লেখক খ্যাতিমান দার্শনিক ও নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে পরিবারের নতুন সদস্যের নাম রাখেন 'রাসেল'। এই নামকরণে মা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শৈশব থেকেই দুরন্ত প্রাণবন্ত রাসেল ছিলেন পরিবারের সবার অতি আদরের। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে রাসেল সর্বকনিষ্ঠ। ভাই-বোনের মধ্যে অন্যরা হলেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম সংগঠক শেখ কামাল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ জামাল এবং বোন শেখ রেহানা। তৎকালীন সময় শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে দেশি-বিদেশি চক্রান্তে পরিবারের সদস্যদের সাথে শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয়।

জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোহাম্মদ শহীদ উদ্দিন, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপপরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
সহকারী সম্পাদক : বায়েজিদুর রহমান আকন, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd